Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৮ জুন, ২০২১

৪৪ বর্ষ ২২ সংখ্যা ৭ জুন, ২০২১, সোমবার, ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮

সিআইটিইউ ৫২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ মে : সিআইটিইউ-এর ৫২তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়েছে জেলা জুড়ে। পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই পতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদীতে মাল্যদান ও দাবিসম্বলিত পোস্টার ঝুলিয়ে সিআইটিইউ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে সিআইটিইউ-এর ৫২তম প্রতিষ্ঠা দিবস এর সিআইটিইউ-এর পক্ষে পতাকা উত্তোলন ও শহিদের প্রতি মাল্যদানের মধ্য দিয়ে পতাকা উত্তোলন করেন সনৎ ব্যানার্জী সিআইটিইউ-এর বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য ও শ্রমিক নেতা। ছিলেন, পিযুষ বিশ্বাস, বদ্রিচরণ লাহা, মনীষা চক্রবর্তী, পিন্টু ভট্টাচার্য প্রমুখ। সনৎ ব্যানার্জী সিআইটিইউ-এর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং জয়পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান করেন। কেন বামপন্থী দের প্রতি এত আক্রমণ। শ্রমিকদের অধিকার এবং প্রাপ্য আদায়ের একমাত্র সিআইটিইউ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

কালনার বিভিন্ন জায়গায় সি আই টি ইউ এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। প্রথমে পতাকা উত্তোলন পরে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত পোস্টার বুকে নিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় কালনা শহর, সেনের ডাঙা, বৈদ্যপুর প্রভৃতি স্থানে। যেসব দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প নেওয়া হয়। এখানেও দাবিপত্র নিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ দেখানো হয়।

পরিবেশ রক্ষায় ছাত্র-যুবরা

সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত জেলা জুড়ে। বিজ্ঞান সংগঠন থেকে শুরু ছাত্র-যুব ও বিভিন্ন এন.জি.ওরা পরিবেশ দিবস পালন করেছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশ রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়ে ৫ জুন পথে নামে ছাত্র-যুবরা। প্রকৃতি রক্ষা সম্বন্ধীয় স্লোগান ও বৃক্ষরোপণ-এর মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি পালিত হয়। এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই-এর পূর্বস্থলী-২নং আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে নিমদহে এই কর্মসূচি রূপায়িত হয়। কয়েকটি সময় উপযোগী স্লোগান হাজির করে বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষদান করা হয়। তাঁরা পরিবেশ সচেতনতার জন্য কয়েকটি দাবি উত্থাপন করেন। বাস্তু তন্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য সমস্ত ভরাট জলাভূমি সরকারি উদ্যোগে পুনরুদ্ধার করতে হবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় সরকারি উদ্যোগে অসংখ্য গাছ লাগাতে হবে। গাছ কাটা হচ্ছে কিন্তু গাছ লাগানো হচ্ছে না। ব্যক্তিগত উদ্যোগে সকলকে গাছ লাগাতে হবে। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন যুবনেতা অনুপ ঘোষ, নয়ন দাস, সমর রাজোয়ার, বিন কাসিম শেখ প্রমুখ।

হিন্দুর দেহ সৎকারে মুসলিম যুবকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা মেমারি ২ জুন : প্রতিবন্ধী হিন্দু যুবকের দেহ সৎকারে মানবিক উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এলেন মুসলিম যুবকরা। ঘটনাটি মেমারি পৌরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার। মেমারি পৌরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা সুকুমার বাদলীর প্রতিবন্ধী ছেলে সুকুর বাদলী (১৬) গত দিন ধরে জ্বরে ভুগছিল। প্রতিবন্ধী হওয়ায় তাকে হাসপাতাল না নিয়ে গিয়ে বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা করছিল পরিবারের সদস্যরা। গতকাল সাকালে ঐ যুবকের মৃত্যু হয়। কিন্তু করোনা আবহে পেশায় খেতমজুর সুকুমার বাদলীর ছেলে সুকুর বাদলীর দেহ সৎকারে পরিবারের আত্মীয় স্বজন কিংবা প্রতিবেশী কেউই এগিয়ে আসেনি। তাই প্রতিবেশী মুসলিম যুবকরা উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসে ও রীতিনীতি মেনে হিন্দু যুবকের দেহ সৎকার করেন।

সিপিআই(এম) কর্মীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২ জুন : সিপিআই(এম)-র পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটির নশরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রবীণ সিপিআই(এম) দরদী রেজ্জাক শেখের (৭২) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান হয়েছে। পেশায় সবজি বিক্রেতা প্রয়াতঃ রেজ্জাক সাহেব কৃষক সভার একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি জমির আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। শ্রদ্ধা জানান রুহিদাস বিশ্বাস, আশীষ ঘোষ, প্রকাশ বসাক, সীতানাথ বসাক, মেহের আলী মণ্ডল, প্রসেনজিত সরকার প্রমুখ।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃষক নেতা রতন দাস তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এদিন স্থানীয় কবরস্থানে তাকে গোরস্থ করা হয়। তার পরিবারে স্ত্রী, দুই পুত্র ও চার কন্যা বর্তমান।

গণপরিবহন বন্ধ থাকার ফলে আমাদের কর্মীরা নিয়মিত অফিসে আসতে পারছেন না। ছাপার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। আগামী ১৪ জুন সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে না। ২১ জুন থেকে পুনরায় নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশিত হবে। কর্মাধ্যক্ষ—নতুন চিঠি

আইনজীবী দুর্লভ মল্লিক-এর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ জুন : বর্ধমান আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী ও সিপিআই(এম) সদস্য ও প্রাক্তন পাবলিক প্রসিকিউটর দুর্লভ মল্লিক (৭৫) প্রয়াত হলেন আজ। প্রথমে কোভিড আক্রান্ত হন তিনি, দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেননি।

তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন দলের জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, কৃষক নেতা অমল হালদার, রাজ্যের আইনজীবী আন্দোলনের নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, শোভনলাল হাজরা প্রমুখ। এদিন মৃত্যু সংবাদ পেয়েই তাঁর বাড়িতে যান সারাভারত আইনজীবী ইউনিয়নের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক প্রদীপ আইচ, বিশিষ্টজীবী রামেন্দ্রসুন্দর মণ্ডল, বিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ। শোকপ্রকাশ করেছেন 'আওয়াজ'-এর রাজ্য সম্পাদক সেখ সাইদুল হক। তিনি সারা ভারত আইনজীবী ইউয়িনের পূর্ব বর্ধমান কোর্ট কমিটির সভাপতি ছিলেন। এদিনই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা এবং নাতি নাতনি বর্তমান।

কৃষি বিল বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা মেমারি ৬ জুন : একদিকে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে গোটা দেশ আক্রান্ত অন্যদিকে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও দিল্লি পাঞ্জাব সীমান্তে কৃষি বিলের প্রত্যাহারের দাবীতে কৃষকদরে আন্দোলন এখনও অব্যাহত। রোদ-বৃষ্টি-ঠাণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ করোনার ভয়কে উপেক্ষা করে কৃষকরা তাদের আন্দোলন করে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় সরকারে এই ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে মেমারি ১ কৃষক সভার উদ্যোগে আজ মেমারি বামুনপাড়া মোড়ে। কৃষি বিল বাতিলের দাবিতে ও শহীদ কৃষক দের স্মরণে কর্মসূচি পালন করা হয়। করোনার বিধি নিয়ম মেনে ৩০ মিনিট বিক্ষোভ সভা চলে। দাবিগুলোর মধ্যে ছিল, বিদ্যুৎ আইন বাতিল, ভ্যাকসিন, শ্রম আইন, খতি গ্রস্ত চাষি দের ক্ষতিপূরণ পাওয়া ইত্যাদি। সভায় ছিলেন, সনৎ ব্যানার্জী, কৃষক নেতা জয়দেব মুখার্জি, প্রশান্ত কুমার, অনিল মুখার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ঐ একই কর্মসূচি পালন করা হয় রসুলপুর দলুই বাজারে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন, ভবানী ব্যানার্জী সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্বরা।

ধাত্রীগ্রামে শহীদ দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ জুন : ২০১৭ সালের ৬ জুন মন্দসৌরে পুলিশের গুলিতে ৬ কৃষক শহিদ হওয়ার ঘটনার স্মরণে আজ ধাত্রীগ্রামে শহীদ দিবস পালন করা হয়। সারা ভারত কৃষক সভার কালনা-১ থানা কমিটির উদ্যোগে পতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদীতে মাল্যদান, স্মারক বক্তৃতার মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি পালিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন ঘোষ। শহিদদের স্মরণে বক্তব্য রাখেন শুকুল শিকদার, শ্যামল পাল প্রমুখ। কোভিড বিধি মেনে হাতে প্ল্যাকাড, স্লোগান, খালি গলায় বক্তব্য ও কৃষিবিল পুড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তিন কৃষি বিলের প্রতিবাদ করা হয়।

রেলের আন্ডারপাসে জল, স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১ জুন : রেললাইনের আন্ডারপাসে জল জমে থাকায় দুর্ভোগ পড়েছে পাঁচটি গ্রাম ও তিনটি ইটভাটা। আন্ডারপাস সঠিকভাবে নির্মাণের দাবিতে আজ সমুদ্রগড় রেল স্টেশন ম্যানেজার কাছে পৃথকভাবে স্মারকলিপি দিলেন গ্রামবাসী ও ইটভাটার মালিকরা। স্মারকলিপি দিয়ে তারা হুঁশিয়ারি দেন যথাশীঘ্র পদক্ষেপ না গ্রহণ করলে লাগাতার রেল অবরোধ হবে। কাটোয়া ব্যান্ডেল রেললাইনের সমুদ্রগড় রেলস্টেশনের খুব কাছেই রয়েছে একটি আন্ডারপাস। এই আন্ডারপাস দিয়ে যাতায়াত করেন ডাঙ্গাপাড়া, মানিকনগর, সুজনগর, পাচঁরখী ও চর গোয়াল পাড়া গ্রামের মানুষজন। এছাড়া এই এলাকায় রয়েছে তিনটি ইটভাটা। যেখানে কয়েক হাজার মানুষ কর্মরত। প্রতিবছর বর্ষার সময় এই আন্ডারপাসে কমবেশি চার ফুট জল জমে থাকে। তাতে কোন যানবাহন চলাফেরা করতে পারে না। ফলে এই এলাকার কয়েক হাজার মানুষের জীবন-জীবিকার উপর বিরাট প্রভাব পড়তে শুরু করে। রেলকে বারে বারে বলেও কোন কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

এবার তিল চাষে ক্ষতি কালনা মহাকুমায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ জুন : ইয়াসের ঝড়-বৃষ্টিতে তিল চাসে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কালনা মহকুমায়। মহাকুমা কৃষি দপ্তর সেই ক্ষতিতে সিলমোহর দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে। চিরাচরিত ফসলের চাষ কমিয়ে বিকল্প ফসল চাষের ধারণাটা তৈরি হয়েছিল বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে কালনা মহকুমার পাঁচটি ব্লকেই বিকল্প চাষ হিসাবে তিল চাষ শুরু হয় ব্যাপক ভাবে। কালনা মহকুমা কৃষি দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ মরশুমে মহকুমার পাঁচ ব্লকে মোট ৩৫৪৫ হেক্টর জমিতে তিল চাষ হয়েছে। ব্লক অনুযায়ী কালনা-১,৭০০ হেক্টর, কালনা-২,৬৫০ হেক্টর, পূর্বস্থলী-১, ৭৫০ হেক্টর, পূর্বস্থলী-২,১০২০ হেক্টর এবং মন্তেশ্বর ৪৫০ হেক্টর জমিতে। ইয়াসের আগে কালবৈশাখীর ঝড় বৃষ্টি পরে

ইয়াসের ঝড়-বৃষ্টিতে তিলের নিচু জমিগুলো জল জমে তিল গাছ পচে গেছে। ডাঙ্গার জমিগুলোতে জল না জমায় তিল গাছ কিছুটা বেঁচে আছে। তবে কৃষকদের দাবি সেই গাছে

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২১

'নতুন চিঠি'-র শারদ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবারে লেখা ই-মেল-এ পাঠাতে হবে। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২১। মৌলিক লেখা দিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কঠিন সময়ে শারদীয় প্রকাশ একটা চ্যালেঞ্জ। পত্রিকার কলেবর ছোট রাখতে একপ্রকার বাধ্য হচ্ছে নতুন চিঠি। তাই গল্প, প্রবন্ধ, বিশ্লেষণাত্মক লেখার আয়তন যতটা সম্ভব ছোট রাখার বিনীত আবেদন থাকছে। লেখা পাঠানোর Mail Id : sharadiyanc@gmail.com

নতুন চিঠি

৭ জুন, ২০২১

বাস্তুতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

আর একটা বিশ্ব পরিবেশ দিবস পেরিয়ে গেল ৫ জুন। এবারের ডাক ছিল 'Ecosystem Restoration'—বাস্তুতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সুচিন্তিত এবং সময়োচিত এ ডাক। বিগত তিন শতাব্দী ধরে পরিবেশের চূড়ান্ত ক্ষতি করেছে জীবকূল চূড়ামণি মানুষ। বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি ধ্বংস করেছে—বাস্তুচ্যুত হয়েছে, অবলুপ্ত হয়েছে বহু প্রাণী। করোনা ভাইরাসের মতো প্যাথোজেনের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। আর আবহাওয়া বদলে যাওয়ায় বেড়ে চলেছে প্রকৃতির রুদ্ররোষ—প্রলয়ঙ্কারী তুফান, দীর্ঘায়িত খরা। কীটাণু মারতে বিষ ব্যবহার হয়েছে যথেচ্ছ—তাই আজ খাদ্যে বিষ, বাতাসে বিষ, পানীয় বিষাক্ত।

বিজ্ঞানীরা সঙ্গত কারণেই পরিবেশকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন। এক দশকের (২০২১-২০৩১) লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে সার কথা CPHR–Conserve, Prevent, Halt, Reverse। অর্থাৎ যেটুকু আছে তাকে বজায় রাখো, আরো খারাপ হওয়া আটকাও, ক্ষতির গতি কমাও যাতে শোধরানোর আর একটু সময় পাওয়া যায়, পিছন পানে ফেরার চেষ্টা করো যাতে পূর্বাবস্থা পুনরুদ্ধার করা যায়। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন, একাজ করতে না পারলে অচিরেই বিলুপ্ত হবে মানুষ।

বাস্তুতন্ত্রকে পূর্বাবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজটি অসম্ভব না হলেও বেশ কঠিন। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা যে ছটি বাধা চিহ্নিত করেছেন তার দুটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত। সেটা তাঁরা সমাধান করবেন নিশ্চয়ই। বাকি চারটি হল—জন-সচেতনতার অভাব, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, আর্থিক সামর্থ্যের অভাব ও আইনগত জটিলতা। জনচেতনা উদ্রেকের প্রয়াস, আইনি জটিলতা কাটানো ও অর্থের জোগান সুনিশ্চিত করা সবই নীতি নির্দ্ধারকদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ এই আন্দোলনে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবই প্রধান বাধা। বস্তুত পরিবেশ এখন বিজ্ঞানীদের নয়, রাজনীতিকদের বিষয়। বিজ্ঞানীরা তাঁদের সতর্ক করতে পারেন, সমাজকর্মীরা আন্দোলন করে তাঁদের চাপে রাখতে পারেন, কিন্তু বৃহৎ পুঁজির মালিকদের জিগরী দোস্ত রাজনীতিকদের স্বেচ্ছাঘুম ভাঙানো শক্ত। এদেশের কথাই ধরা যাক। অতিমারির টালমাটাল অবস্থার সুযোগ নিয়ে পরিবেশ রক্ষার জন্য শিল্পরপতিদের খরচের দায় কমানো সুনিশ্চিত করতে ২০২০ সালে আইনি পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। যা ছিল Corporate Environment Respossibility (CER) তাকে বদলে ফেলে লেখা হল Environment Management Plan। অর্থাৎ দায়িত্ব হয়ে গেল পরিকল্পনা— পরিবেশ রক্ষার পরিকল্পনার খাড়া করলেই পরিবেশ ধ্বংসকারী শিল্পোদ্যোগের ছাড়পত্র মিলবে সরকারের কাছ থেকে। সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কার, বাস্তবায়িত না হলে কী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে, খোলসা করা হল না।

এহেন দুঃসময়েও বাস্তুতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগোতেই হবে সমাজকে—যূথবদ্ধ হয়ে, না হলে নিজের মতো করে, একা একাই। দুটি ক্ষেত্রেই সাফল্যের উদাহরণ আছে এদেশেই। খরাপীড়িত মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ডে ১৯ বছরের সাহসী মেয়ে কবিতা রাজপুত তার 'জল সহেলী' বোনদের নিয়ে পাহাড় কেটে ১০৭ মিটার দীর্ঘ, প্রস্থে ১২ ফুট, এক নালা কেটে ৭০ একরের এক তালাও বা বড় পুকুর জলপূর্ণ করার ব্যবস্থা করে ফেলে। যে জল পাহাড় গড়িয়ে নদীতে বয়ে গিয়ে অপচয় হতো তা শুকিয়ে যাওয়া তালাও-এ এসে পড়ছে—জলের প্রয়োজন মিটছে, সেচ সুবিধা পাচ্ছে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, সৃষ্টি হচ্ছে অরণ্য। আর আসামের 'অরণ্যমানব' যাদব পায়েং চারদশক ধরে একাই বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষরক্ষণ করে ১৩৬০ হেক্টর অরণ্য সৃজন করে তৈরি করেছে এক অনন্য নজির। সরকারি উদ্যোগের পরোয়া করেনি। বাস্তুতন্ত্র পুনঃস্থাপনের লড়াই থামালে চলবে না। এই ডাক শুনে অন্যরা এগিয়ে না এলে, একাই এগিয়ে চলতে হবে—সমাজের এবং নিজের স্বার্থে।

বজ্রপাতে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৬ জুন : প্রবল বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। জখম হয়েছেন আরও একজন। ৫ জুন এই মৃত্যুর ঘটনাগুলি ঘটে জামালপুর থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে ,মৃতরা হলেন রঞ্জিত গোয়ালা (৪০), অরুপ বাগ (৪০), শম্ভুচরণ দাস (৫২) ও অধীর মালিক (৪৯)। জখম ব্যক্তির নাম মনু আইরি। জামালপুর থানার গুড়েঘর গ্রামে রঞ্জিতের এবং অরুপের বাড়ি কাঁশরা গ্রামে। অপর মৃত শম্ভুচরণের বাড়ি জ্যোৎশ্রীরাম গ্রামে। অধীরের মুহুন্দর গ্রামের বাসিন্দা। বজ্রপাতে জখম মনু আইরি সম্পর্কে রঞ্জিত গোয়ালার শ্যালক। তাঁর বাড়ি কালনা মহকুমার তিলডাঙ্গা গ্রামে। ময়নাতদন্তে পাঠানোর জন্যে পুলিশ মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে। জখম ব্যক্তির চিকিৎসা হয় জামালপুর হাসপাতালে। আজ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ মর্গে মৃতদেহগুলির ময়নাতদন্ত হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত ও জখমরা সকলেই কৃষিজীবী পরিবারের সদস্য।

জামালপুর ব্লকের বিডিও শুভঙ্কর মজুমদার জানিয়েছেন, ৪ জুন দুপুরের পর থেকে ঘন্টাখানেক ধরে ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির সাথে অস্বাভাবিক বজ্রপাত হয় জামালপুরে। তাতে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। একজন জখম হয়েছেন ।মৃত ও জখমরা সকলেই দিনদরিদ্র পরিবারের। এদিন জেলাশসকের দপ্তরে মৃতদের পরিজনদের হাতে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা তুলে দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার : প্রায়োজনীয়তা ও প্রয়োগ

তাপস সামন্ত

পৃথিবীর জিডিপি-র প্রায় অর্ধেকটাই প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, যার মধ্যে শুধু বনাঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে পারলেই প্রায় ১৩০ কোটি জনসংখ্যার খাদ্য সুরক্ষা করা সম্ভব। অরণ্য সাধারণভাবে বৃষ্টিপাত, নদীপ্রবাহ, ভূগর্ভস্থ জলের সরবরাহ সহ পানীয় জলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংস্থান করে। খাদ্য, বাসস্থান ও শক্তি সরবরাহ ছাড়াও বাতাসের কার্বনডাইঅক্সাইড শোষণ করে ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। আনুমানিক ১২ শতাংশ খাদ্য উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে প্রধানত কৃষিজমির অবক্ষয়ের কারণে। পার্বত্য অঞ্চলকে সাধারণভাবে পৃথিবীর জলীয় মনুমেন্ট বলা হয়। এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র মূলত নিম্ন অঞ্চলের মানুষকে জল ও কাঠ সরবরাহ করে এবং পৃথিবীর প্রায় ৮০ শতাংশ খাদ্য (আলু, আপেল, বার্লি, টমাটো ইত্যাদি) এখানকার ২০টি প্রজাতির উদ্ভিদের দ্বারা উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ মেরুদণ্ডী প্রাণীর বাসভূমি মিষ্ট জলের বাস্তুতন্ত্রে।

এছাড়াও এই জল কৃষি, শিল্প ও পরিবহনে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। গত ১০০ বছরে পৃথিবীতে প্রায় ৬০০ শতাংশ জলের ব্যবহার বেড়েছে। একইভাবে, সমুদ্র খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ সহ আবহাওয়া ও জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সমস্ত জীবকে ধারণ করে রাখে। এমনকি উষর চারণভূমি, যা সাধারণভাবে নিম্ন উৎপাদনশীল, সেখানকার বাস্তুতন্ত্রও প্রায় ১৭৫ কোটি মানুষের জীবিকার সংস্থান করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেকটি বাস্তুতন্ত্রের উপর শুধুমাত্র Flora বা Fauna নির্ভরশীল নয়, বরং পৃথিবীর উন্নয়নের মুখ্য নিয়ন্ত্রক হলো তার দীর্ঘস্থায়ী বাস্তুতন্ত্র।

দেখা গেছে যে, পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শস্য উৎপাদন ও প্রাণীপালন বিঘ্নিত হচ্ছে। উষ্ণায়নজনিত কারণে তাৎক্ষণিক হিমবাহ ধসের ফলে নিম্ন অঞ্চলের নদীতে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়ে শিল্পনগরী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিগত সময়কালে দ্রুত নগরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীতে প্রায় ১৬০ কোটি মানুষ অতিরিক্ত ঘিঞ্জি ও অনিরাপদ বাসস্থানে বাস করতে বাধ্য হয়। শহরাঞ্চলের এই পরিবেশগুলোই দ্রুত বাস্তুতন্ত্রের অবনমন ঘটায়। প্রতি বছর প্রায় ২৫ লক্ষ টন প্লাস্টিক সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় এবং এর দ্বারা সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের প্রায় ৫ শতাংশ ক্ষতি হয়। বাতাসে পুঞ্জীভূত কার্বন-ডাই-অক্সাইড বর্ধিত হারে শোষণের ফলে সমুদ্র জলের উষ্ণতা ও অম্লত্ব উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা পরোক্ষভাবে কোরাল রীফকে ধ্বংস করছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য সুরক্ষার জন্য সমুদ্র, অরণ্য ও কৃষিজমি থেকে অতিরিক্ত উৎপাদন করতে গিয়ে একদিকে যেমন ভূমিক্ষয় হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই দ্রুত হারে প্রজাতির বিনাশ ঘটেছে। এছাড়াও দেখা যায় যে, কোনো একটি বাস্তুতন্ত্রের অবনমন অন্য একটি বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার চিরস্থায়ী সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। রাষ্ট্রসংঘ মনে করে ১৯৫০ সাল পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সভ্যতার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তথাপি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এই সাফল্য এসেছে বাস্তুসংস্থানের অবনমনের বিনিময়ে। সেই জন্যই ১৯৯২-২০১৪ এই সময়কালে মাথাপিছু উৎপাদিত সম্পদ (রাস্তা, যন্ত্রপাতি, ঘড়বাড়ি, কলকারখানা ও বন্দর) দ্বিগুণ হলেও মানবিক সম্পদ (স্বাস্থ্য ও শিক্ষা) বেড়েছে খুবই সামান্য। আবার এই সময়কালেই প্রাকৃতিক সম্পদের (খনিজ, জ্বালানি তেল, কৃষিজমি, অরণ্যের কাঠ) মূল্যের প্রায় ৪০ শতাংশ অবনমন ঘটেছে। সেই কারণেই দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের সংখ্যা বর্তমানে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনই কোভিড অতিমারি এই অবস্থার দ্রুত অবনমন ঘটাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে, প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের অবনমন ঘটিয়েই এই উন্নয়ন সম্ভবপর হয়েছে এবং তার জন্যই এই উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারছে না।

আমরা সকলেই জানি যে, সভ্যতার অগ্রগতিতে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের সাথে পাল্লা দিয়ে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। যা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। বিশেষজ্ঞরা অনেকেই মনে করছেন সারা পৃথিবীর সাথেই আমাদের দেশ বা রাজ্যে প্রায় প্রতি বছর নিয়ম করে একাধিক সামুদ্রিক ঝড় যে বিপর্যয় ডেকে আনছে তা মূলতঃ ভূ-উষ্ণায়ন-এর জন্যই। বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হচ্ছে আমাদের রাজ্যের বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলের, বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকা। অপরিকল্পিতভাবে জীবিকার প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে এই অঞ্চলের মানুষজন ধারাবাহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে সমুদ্র উপকূল বা নদী বাঁধের প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে। রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, সমুদ্র তটের জন্য বিশেষ প্রজাতির সামুদ্রিক ঘাস, কোরাল রীফ, বাদাবন (Mangrove) প্রভৃতিই সমুদ্র উপকূলের বাস্তুতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, প্রধানত সামুদ্রিক ঢেউ, জলোচ্ছাস বা বন্যার জলের গতিকে মন্দীভূত করার মাধ্যমে। তাই সুন্দরবনকে বাঁচাতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সরকারি অর্থানুকূল্যে সমুদ্র বা নদী বাঁধের জন্য পর্যাপ্ত জমি ক্রয় করে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের নিয়ম মেনে বাঁধ নির্মাণ করা। যেখানে বাঁধের উচ্চতা, বিস্তৃতি, বাদাবনের ঘনত্ব ও গভীরতা যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী হওয়া চাই। এই কাজে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ও স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজনীয়। অন্যথায় টাকা খরচের ভুয়ো হিসাব দেখিয়ে ভোট পাওয়া যাবে কিন্তু জলোচ্ছ্বাস আটকানো যাবে না। এছাড়াও এখানকার মানুষকে পরিকল্পিত ও বিজ্ঞানসম্মত জীবিকার কাজে যুক্ত করতে হবে, প্রয়োজনে ধারাবাহিকভাবে সরকারকে আর্থিক সাহায্য করতে হবে। যাতে তারা বাধ্য হয়ে নিয়ম ভেঙে জীবিকার সন্ধানে গিয়ে বাঁধের ক্ষতি না করে।

আমরা অনেকেই জানি সারা ভারতের সাথে আমাদের রাজ্যের শস্যগোলা হিসাবে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য সুরক্ষাকে নিশ্চিত করা সম্ভভপর হয়েছে। সাথে সাথেই আমরা বাধ্য হয়ে পড়েছি অত্যধিক রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও অতিরিক্ত মাত্রার ভূগর্ভস্থ জল নির্ভর কৃষিকাজে। যা আমাদের ভূগর্ভ এবং ভূপৃষ্ঠ উভয় ক্ষেত্রেরই প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করছে। অপরিকল্পতিভাবে বিপুল পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ফলে আমাদের জেলার একাংশে ভূগর্ভস্থ পানীয় জলে আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা অনেকেই মনে করছেন এই জল কৃষিকাজে ধারাবাহিক ব্যবহার করলে আমাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে ধীরে ধীরে আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়াও যেভাবে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নিম্নগামী হচ্ছে তাতে আগামী দিনে এই সমস্ত এলাকায় তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে।

অথচ নদীমাতৃক পূর্ব বর্ধমান জেলায় ভাগীরথী, দামোদর, অজয় ছাড়াও রয়েছে বাঁকা, খড়ি, কুনুরের মতো অনেকগুলি ছোট নদীর গতিপথ। এই জেলায় বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণও যথেষ্ট ভালো। প্রয়োজন শুধু ভূপৃষ্ঠের এই জলকে বিভিন্ন নদীখাদের মধ্যে ধরে কৃষিকাজে ব্যবহার করা। ভাগীরথী, দামোদর ও অজয় নদী দিয়ে ঘেরা পূর্ব বর্ধমান জেলার এই কৃষিভূমি অত্যন্ত উর্বর। প্রায় গোটা জেলা জুড়ে বাঁকা, খড়ি, কুনুরের মতো নদীগুলি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে জালের মতো বিস্তৃত রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কি জেনে বুঝেও ভূগর্ভের জল ব্যবহার করে আমাদের খাদ্য ও পানীয় জলকে রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা দূষিত করব? নাকি পরিকল্পনা করে এই জেলার প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে ধীরে ধীরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব? আমাদের উচিত বাঁকা, খড়ি, কুনুরের মতো নদীগুলির অব্যবহৃত নদীখাদে বৃষ্টির জল ধরে কীভাবে কৃষিকাজ করা যায় তার পরিকল্পনা করা। এই পরিকল্পনা সফলভাবে রূপায়ন করতে পারলে একদিকে আমাদের জেলার ভূগর্ভের জলস্তরের সমূহ উন্নতি ঘটবে, অন্যদিকে আমাদের জেলার কৃষিজ সম্পদ ধীরে ধীরে রাসায়নিক দূষণমুক্ত হবে। তাই সরকারের উচিত হবে রাষ্ট্রসংঘের 'বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারের'' আহ্বানকে মর্যাদা দিয়ে এই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিকল্পনা করে প্রয়োজনীয় অর্থের বিনিয়োগ করা ও আমাদের কৃষিজ খাদ্যশস্যকে রাসায়নিক দূষণমুক্ত করার দিকে পদক্ষেপ করা।

সুতরাং নির্মল বাস্তুতন্ত্রের প্রয়োজনেই এর প্রাকৃতিক পুনরুদ্ধার দরকার, যা অনেকটাই স্বাভাবিক নিয়মে সংরক্ষিত হয়। প্রয়োজন এমন এক বাস্তুতন্ত্রের, যেখানে উন্নয়ন কখনোই জীববৈচিত্র হ্রাসের কারণ হবে না। যে কোনো পরিকল্পনা, যা পরিবেশের অবনমনকে রোধ করতে পারে বা পৃথিবীর গড় উষ্ণতাকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেঁধ রাখতে পারে, তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কৃষিজমির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার ও খাদ্য অপচয় রোধ করার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

—এরপর চারের পাতায়

বজ্রপাত : কারণ ও সতর্কতা

ইন্দ্রনীল সিন্‌হা

সকালের খবরের কাগজ পড়তে পড়তে একটি সংবাদে চোখ আটকে গেল নমিতার—'বাজ পড়ে বাঁকুড়ায় মৃত্যু দুই কৃষকের"। খবরটি পড়ে ওর মন খারাপ হয়ে গেল। চাষের জমিতে কাজ করতে করতে আকাশ জোড়া কালো মেঘ যে এমন ভয়ঙ্কর পরিণামের দিকে নিয়ে যেতে পারে, হয়তো ভাবতে পারেনি নিম্নবিত্ত পরিবারের ওই কৃষকেরা। খবরটি পড়তে পড়তে আনমনা হয়ে পড়ে নমিতা। এই তো গত বছর ওর প্রিয় বন্ধু শুভ্রনীল একই ভাবে...। একটি স্কুলে শিক্ষকতা করত শুভ্রনীল। সাইকেল করে বাড়ি ফেরার সময় শুরু হয় অঝোর বৃষ্টি এবং তার সাথে তুমুল বজ্রপাত। অগত্যা একটি বড় গাছের নিচে সাইকেলের লোহার হাতলটা চেপে ধরে আশ্রয় নেয় শুভ্র। তারপর... হঠাৎ ... একমুহূর্তের মধ্যে সব শেষ। সারা শরীরটা ঝলসে গিয়েছিল ওর, সাথে ওই বড় গাছটাও। দু-রাত্রি ঘুমাতে পারেনি নমিতা। স্কুলে শিক্ষকতা করে ও, ছাত্রদের এত কিছু শিখিয়েও, কেন গাছতলায় আশ্রয় নিল শুভ্রনীল, তা আজও ভাবায় তাকে। সাথে কিছু প্রশ্ন নাড়া দেয় তাকে। কেন এই বজ্রপাত? কয়েক বছর এই বজ্রপাতের প্রবণতা কেন এত বৃদ্ধি পাচ্ছে? এই হঠাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কিছুই কি নেই আজ বিজ্ঞানের হাতে? প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে থাকে সে।

বজ্রপাত কি?

তড়িৎ বা বিদ্যুতের মূল উপাদান হল তড়িৎ আধান। এই তড়িৎ আধান হয়—পজিটিভ ও নেগেটিভ। এই বিপরীতধর্মী তড়িৎ আধানগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করে। প্রচুর পরিমাণে এই বিপরীতধর্মী আধান যদি পরস্পরের কাছে আসে, তবে এদের মধ্যে বিদ্যুত স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়। যেমন বাড়িতে ব্যবহৃত একটি ১৫ ভোল্টের ব্যাটারির দুই প্রান্তে দুটি তামার তার, আঙুল দিয়ে চেপে ধরে, অন্য খোলা প্রান্তগুলি পরস্পরের কাছে নিয়ে এলে এই তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ যে কেউ দেখতে পারে। সাথে তৈরি হয় একটি 'চটচটে' আওয়াজ। ঠিক তেমনি মেঘের দুটি অংশের মধ্যে কিংবা মেঘ ও ভূপৃষ্ঠের কোনো পরিবাহী অংশের মধ্যে যদি বিপরীতধর্মী এই তড়িৎ আধান প্রচুর পরিমাণে জমা হয়, তখন তাদের মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়। একেই বলে বজ্রপাত। বজ্রপাতের সময় যে মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ ক্ষরণ হয়, তার তাপমাত্রা ২৭০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (যা সূর্যের তাপমাত্রার থেকেও বেশি) এ উন্নীত হয় এবং বাতাসের চাপ স্বাভাবিক চাপ অপেক্ষা প্রায় ১০০ গুণ বেড়ে যায়। এই চাপ ও তাপমাত্রায় পৌঁছাতে সময় লাগে মাত্র কয়েক মিলিসেকেন্ড। এত কম সময়ে তাপমাত্রা ও চাপের এই ব্যাপক পরিবর্তন চারপাশের বায়ুমণ্ডলকে প্রচণ্ড গতিতে (বিস্ফোরণের মতো) সম্প্রসারিত করে। এই সময় যে শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন হয় সেটাই আমরা বজ্রপাতের সাথে শুনতে পাই।

কেন হয় এই বজ্রপাত?

প্রাকৃতিক নিয়মে সূর্যের তাপে জলাধারার জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ আকারে বাতাসে আশ্রয় নেয়। এই মেঘই হল বজ্রপাতের ব্যাটারি। কী করে এই মেঘের মধ্যে তড়িৎ সৃষ্টি হয় তা জানতে হলে আগে জানতে হবে বজ্রপাত কত রকমের হয়?

বজ্রপাত প্রধানত তিন রকমের হয়। এদের মধ্যে তৃতীয় রকমটি হল প্রাণঘাতক।

১) মেঘের দুটি অংশের মধ্যে সৃষ্ট বিপরীত আধানের জন্য তৈরি হওয়া স্ফুলিঙ্গ বা বজ্রপাত—ভূপৃষ্ঠ থেকে বাষ্পীভূত জলকণা যখন উর্ধাকাশে উঠতে থাকে, তখন তাদের মেঘের নিচের দিকে অবস্থিত বেশি ঘনীভূত বৃষ্টিকণা বা তুষারকণার সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ফলে উপরের দিকে উঠতে থাকা অনেক বাষ্পকণা ইলেকট্রন হারায়। এই মুক্ত ইলেকট্রন বা নেগেটিভ তড়িৎকণাগুলি মেঘের তলদেশে জমা হয়। ইলেকট্রন না হারানো পজেটিভ কণাগুলি মেঘের একদম উপরপৃষ্ঠ চলে যায়। মেঘের দুই স্তরে এই বিপরীতধর্মী আধানের উপস্থিতির কারণে একটি শক্তিশালী বিদ্যুৎ ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই তড়িৎক্ষেত্র মেঘের দুই স্তরের মধ্যে থাকা বাতাসের অপরিবাহী ধর্ম নষ্ট করে দেয় এবং মেঘের দুই স্তরের মধ্যে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ চলাচলের পথ (শর্ট সার্কিট) তৈরি করে দেয় এবং বজ্রপাত ঘটায়।

২) দুটি আলাদা মেঘের মধ্যে সৃষ্ট বিপরীত তড়িৎ আধানের জন্য তৈরি হওয়া তড়িৎস্ফুলিঙ্গ বা বজ্রপাত—বাস্পীভূত জলকণার সাথে মেঘের নিচের অংশের তুষারকণার সংঘর্ষ বা ঘর্ষণের ফলে কোনো মেঘের নিচের স্তরে নেগেটিভ তড়িৎ আধান ও মেঘের উপরে পজিটিভ তড়িৎ আধান সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি দুটি মেঘের উচ্চতার পার্থক্যের জন্য অনেক সময় একটি মেঘের তলদেশ অপর মেঘের উর্দ্ধপ্রান্তের কাছাকাছি এসে পড়ে। তখন একটি মেঘের নেগেটিভ তড়িৎআধানের সাথে অপর মেঘটির পজিটিভ তড়িৎ আধানের সংঘর্ষ ঘটে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং বজ্রপাত ঘটে।

৩) মেঘ ও ভূপৃষ্ঠের মধ্যে সৃষ্ট বিপরীত তড়িৎ আধানের জন্য সৃষ্ট তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ বা বজ্রপাত—এটাই মানুষের পক্ষে প্রাণঘাতক। অনেক সময় মেঘের নিচের অংশে সৃষ্ট নেগেটিভ তড়িৎ আধান, পৃথিবীপৃষ্ঠে বিভিন্ন উঁচু পরিবাহী বস্তুর (উঁচু বাড়ি বা গাছ) মধ্যে বিপরীত তড়িৎ আধান (পজিটিভ আধান) আবিষ্ট করে। এর পর এই দুই বিপরীত তড়িৎ আধানের মধ্যে সৃষ্ট হয় তড়িৎস্ফুলিঙ্গ বা বজ্রপাত। মেঘ থেকে ভূপৃষ্ঠে আসা এই বিপুল তড়িৎস্ফুলিঙ্গের মধ্যে থাকে প্রায় ১০ মিলিয়ন জুল তড়িৎশক্তি যা কিলোওয়াটে মাপলে প্রায় ১২০০০ কিলোওয়াট হবে। এই ঘটনাটি কয়েক মিলি সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে। এই বজ্রপাত যেখানে হয়, তার আশেপাশে মানুষ, পশু বা অন্যান্য বস্তু থাকলে তারাও এই তড়িৎ স্ফুলিঙ্গের দ্বারা আবিষ্ট হয়। সারা শরীরের মধ্যে কয়েক হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ চলে গেলে যা পরিণতি হওয়ার কথা সেটাই হয়।

আজকের সময় এই অতিরিক্ত বজ্রপাতের কারণ কি?

এটা ঠিকই যে অতীতের তুলনায় বর্তমানে বজ্রপাতের ফলে মৃত্যুর ঘটনা অনেকটাই বেড়েছে। এটা নিয়ে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতামত আছে। এই সমস্ত মতবাদের সারাংশ করলে দাঁড়ায় যে প্রধানত দুটি কারণে এই ঘটনা বেড়েছে—(১) বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং (২) পরিবেশ দূষণ। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে দেখা গেছে যেকোনো স্থানে যদি গড় উষ্ণতা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায় সেখানে বজ্রপাতের ঘটনা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। আবহাওয়াবিদ্‌দের মতে সাধারণত কিউমুলোনিম্বাস মেঘ থেকে বজ্রপাত সৃষ্টি হয়। এই মেঘ-এর উচ্চতা অনেক বেশি হয় এবং এই মেঘকে বজ্রগর্ভ মেঘও বলা হয়। বর্তমানে এই মেঘের সৃষ্টি বেশি হচ্ছে। তার অন্যতম কারণ হল বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য। এর কারণ হিসেবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং দূষণ দায়ী। দূষণ যত বাড়ছে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণও তত বাড়ছে এবং গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হওয়ার আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে।

বজ্রপাতের সময় করণীয় :

এই সময় যারা বাড়ির বাইরে থাকেন বা খেতখামারে কাজ করেন তারা বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন। যে স্থান বা বস্তু যত উঁচুতে, অর্থাৎ মেঘের যত সন্নিকটে, সেই স্থানে বজ্রপাতের সম্ভাবনা তত বেশি। তাই নিচের সাবধানতাগুলি মেনে চলা শ্রেয়—

- বাড়ির ছাদ বা উঁচু কোনো স্থানে থাকলে দ্রুত সেখান থেকে নেমে নিরাপদ স্থানে সরে যান।
- পাকা বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া বেশি নিরাপদ। পাকাবাড়ি সুউচ্চ হলে সেক্ষেত্রে বজ্র নিরোধক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
- বজ্রপাতের সময় কোনো বড় গাছের তলায় আশ্রয় নেওয়া উচিত নয় এবং কোনো ধাতব বস্তুকে স্পর্শ করা উচিত নয়।
- গাড়িতে থাকা অবস্থায় বজ্রপাতের পরিস্থিতি তৈরি হলে গাড়ির মধ্যে থাকা নিরাপদ। তবে গাড়ির মধ্যে কোনো ধাতব বস্তুর স্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে।
- বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে সমস্ত ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রের ইলেকট্রিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া উচিত।
- খেতে কাজ করার সময় বজ্রপাত হবার উপক্রম হলে, কানে আঙুল দিয়ে নিচু হয়ে বসুন, চোখ বন্ধ রাখুন। কিন্তু মাটিতে শুয়ে পড়বেন না। মাটিতে শুয়ে পড়লে বিদ্যুৎপৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
- খোলা আকাশের নিচে থাকলে তাড়াতাড়ি কোনো পাকা বাড়িতে উঠে আসুন। আশেপাশে কোনো বাড়ি না থাকলে, পরস্পর ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে থাকুন। সবাই মিলে একসাথে ফাঁকা জায়গায় থাকবেন না।

বজ্রপাত ও আধুনিক বিজ্ঞান :

বজ্রপাতের ফলে ক্রমবর্ধমান প্রাণহানির বিষয়ে সরকার যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। বিজ্ঞানীরা রিপোর্ট সেন্সিং ও উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত থার্মাল ইমেজ নির্ভর তথ্য বিশ্লেষণ করে বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেবার চেষ্টা করছেন। এখনও অবধি বজ্রপাত ঘটার ৩০ মিনিট আগে অব্দি পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন যাতে এই পূর্বাভাসটা ২ ঘন্টা আগে দেওয়া যায়। ভারত সরকার 'দামিনী' বলে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছেন, যার সাহায্যে কোনো স্থানে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকলে, ৩০ মিনিট আগে সতর্ক করা যায়।

বজ্রপাত নিয়ে আরও একটি ঘটনা বিজ্ঞানীদের কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছে। বজ্রপাতের সময় প্রায় ১২০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎকে সঞ্চয় করার যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। যদি ভবিষ্যতে এই ধরনের যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, তাহলে একটি বজ্রপাতের সময় নির্গত এই বিদ্যুৎ শক্তিকে সঞ্চয় করা সম্ভব হবে যা দিয়ে একটি অঞ্চলের প্রায় এক সপ্তাহ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব।

উপযুক্ত সতর্কবার্তা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে হয়তো এমন একদিন আসবে, যেদিন বজ্রপাত প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হয়ে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ হয়ে উঠবে।

পরিবেশ ও বোকা মানুষের কাজ

অশ্বিনীকুমার

১৯৭৪ সাল থেকে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে পালন করা হচ্ছে। রাষ্ট্র, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণ ছাড়া যে পরিবেশ রক্ষা সম্ভব নয় তা তুলে ধরতে চেষ্টা চলছে সর্বত্র, বিশ্বের প্রায় সব দেশে। পরিবেশকে আমরা যে শোষণ করে চলেছি সুদীর্ঘ সময় ধরে তা আজ সকলেরই জানা বিষয়। প্রতি তিন সেকেন্ডে আমরা ধ্বংস করে চলেছি প্রায় ফুটবল খেলার মাঠের সমান বনভূমি। বিগত একশো বছরে আমরা বিশ্বের সমগ্র জলাভূমির প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ধ্বংস করেছি। প্রায় শতকরা পঞ্চাশভাগ প্রবাল প্রাচীর ধ্বংস হয়েছে ইতিমধ্যে। আমরা সচেতন না হলে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ প্রবাল প্রাচীর হারিয়ে যাবে সমুদ্র থেকে।

শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করার লাগামহীন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি আমরা। ব্যাপক সম্পদ বৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক কৃতকৌশল ও তার প্রয়োগের দ্বারা আমরা প্রকৃতির ওপর আধিপত্যের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি। প্রকৃতিকে দোহন করে যে বিপুল সম্পদ আমাদের হাতে এসেছে, তা এক নতুন ধরনের সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। বিপুল বিত্তের অধিকারী ও বিত্তহীনের সহাবস্থান এক নতুন ধরনের আর্থসামাজিক পরিমণ্ডল তৈরি করেছে যা ছিল মানুষের কাছে অজানা। বড় বড় শহর, নগর ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলেছে পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত। বনভূমি ধ্বংস করেই পত্তন হয়েছে সব বড় বড় শহর। বড় বড় শিল্পাঞ্চল এক নতুন পরিবেশের জন্ম দিয়েছে, যা ছিল অজানা। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হল মানুষ। বড় বড় চিমনীর ধোঁয়া, বিপুল আবর্জনা, কলকারখানার শব্দ, বর্জ্য ছেয়ে ফেলল শহরের পর শহর। নতুন এক জীবনধারা গড়ে উঠল—নগর সভ্যতা।

নগর সভ্যতার বাড়বাড়ন্ত নতুন এক মাত্রা যোগ করল নগরবাসীর জীবনে। অতি প্রাচীন নগর সভ্যতা বেলাগাম দূষণের কবলে পড়েনি। আধুনিক নগরসভ্যতা মেনে নিতে বাধ্য হল সীমাহীন দূষণের সর্বব্যাপী বিস্তার। নগর ছাড়িয়ে দূষণ থাবা বসালো গ্রামীণ জীবনে। নগর সভ্যতার বিপুল উৎপাদিত সামগ্রী ছেয়ে ফেলল পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত। এসব সামগ্রীর সঙ্গে দূষণ পৌঁছে গেল দূরতম দ্বীপপুঞ্জে। তথাকথিত উন্নয়নের ধাক্কায় আমরা নিজেদের চারপাশে তৈরি করলাম দূষণের বলয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে বায়ু দূষণ।

এ সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কি বলছে দেখা যাক। এই সংস্থার বিশেষজ্ঞদের মতে প্রতি বছর সারা বিশ্বে প্রায় সত্তর লক্ষ মানুষ মারা যায় বায়ুদূষণের কারণে। এই গ্রহের প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জন যে বাতাস শ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে ভরে নেয় তা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত সর্বোচ্চ সহনশীল দূষণের মাত্রার চেয়ে বেশি দূষিত। এই দূষণের জন্য ফুসফুসের ক্যান্সার, শ্বাসকষ্টজনিত অসুখ, শ্বাসনালীর নানা সংক্রমণ, এমনকি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, হার্টের অসুখ ইত্যাদি বেড়ে চলেছে।

পৃথিবীর সব দেশের মানুষের জীবনযাপন প্রণালী একরকম নয়। এশিয়া, আফ্রিকার মতো দারিদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলে ঘুঁটে, কাঠ, কাঠকয়লা, কেরোসিন ইত্যাদির ব্যবহার খুব বেশি। ফলে ঘরের ভিতরে ছোট পরিসরে দূষণের মাত্রা গ্রহণযোগ্য দূষণের মাত্রার চেয়ে প্রায় একশো গুণ বেশি। পৃথিবীর প্রায় তিনশো কোটি মানুষ এই জাতীয় দূষণের শিকার। শুধুমাত্র ঘরের ক্ষুদ্র পরিসরে রান্নার জন্য ব্যবহৃত জ্বালানীর দ্বারা উৎপাদিত দূষণের ফলে প্রায় আটত্রিশ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর মারা যায়। আর বাড়ির বাইরে যে পরিবেশে আমরা বেঁচে থাকতে বাধ্য হই তাতে মারা যায় প্রায় বিয়াল্লিশ লক্ষ মানুষ, শুধুমাত্র বায়ু দূষণের কারণে।

বিশ্বের ত্রিশটি সবচেয়ে দূষিত শহরের মধ্যে একুশটি আমাদের দেশের শহর, ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী। এইসব শহরে প্রায় শতকরা পঞ্চাশভাগের বেশি দূষণ হয় কল-কারখানা থেকে। শতকরা সাতাশ ভাগ দূষণের কারণ বিভিন্ন যান। শতকরা প্রায় সতেরো ভাগ দূষণ হয় খড়, বিচালি ইত্যাদি পোড়ানোর ফলে। আর উৎসবের বাজির রোশনাই শতকরা পাঁচ ভাগ দূষণের কারণ। প্রতি বছর ভারতে এই দূষণ-জনিত কারণে মারা যায় প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষ। অত্যন্ত দুঃখজনক খবর হল পৃথিবীর কিছু সংস্থার অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে, একশো বত্রিশটি দেশ, যেসব দেশে এই অনুসন্ধান চলছে বায়ুদূষণের মাত্রা নিরূপণের জন্য, তার মধ্যে ভারতের স্থান সবার নিচে। সবচেয়ে খারাপ ধরনের বায়ুদূষণ ধরা পড়েছে ভারতের কিছু শহরে। ভারতের শহরগুলির মধ্যে দূষণের মাত্রা সবচেয়ে কম মিজোরামের লাংলেই শহরে। ভারতবর্ষে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর হল মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর।

আবার যে বিশাল মহাসমুদ্রের জলরাশি আমাদের হতবাক করে, এবং যে মহাসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়, এই অনন্ত জলরাশি হয়তো দূষণের প্রভাবের বাইরে, বাস্তব চিত্র কিন্তু তা নয়। জীবাশ্ম জ্বালানির নিয়ন্ত্রণহীন দহন বাতাসে যে বিপুল পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিশিয়ে দেয়, তার প্রায় শতকরা তিরিশ থেকে চল্লিশভাগ সমুদ্র, নদী ও হ্রদের জলে মিশে যায় ও সমস্ত জলরাশিকে করে তোলে আম্লিক। কার্বন-ডাই-অক্সাইড জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে; ওই কার্বনিক অ্যাসিড সমস্ত জলভাগের অম্লত্বের কারণ। আবার এই প্রসঙ্গে অ্যাসিড বৃষ্টির কথা এসে পড়ে। শিল্পজাত সালফার ও নাইট্রোজেন যৌগ বাতাসে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই অ্যাসিড বৃষ্টির সঙ্গে নেমে আসে ভূপৃষ্ঠে। একেই আমরা অ্যাসিড বৃষ্টি বলি। জলরাশির অম্লত্বের জন্য এই অ্যাসিড বৃষ্টিও বহুলাংশে দায়ী। এই অ্যাসিডের সমগ্র জীবজগতের ওপর ক্ষতিকারী প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা উদ্বেগজনক। ভারতবর্ষে অ্যাসিড বৃষ্টির প্রথম খবর আসে বোম্বে শহর থেকে ১৯৭৪ সাল নাগাদ। এছাড়া ভূমির অম্লত্বের কারণও অ্যাসিড বৃষ্টি। এর ফলে জমির ফসল উৎপাদিকা শক্তি কমে যায়। উত্তরপূর্ব ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, কর্ণাটকের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল ও কেরালায় অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে ভূমির অম্লত্ব বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

এই অল্প কিছু বিষয়ের উল্লেখের মাধ্যমে সমগ্র জীবজগতের ওপর দূষণের কুপ্রভাব সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হল। মনে রাখা দরকার শুধুমাত্র সম্পদসৃষ্টি ও ভোগের উপরকরণের সীমাহীন প্রাচুর্য গোটা মানবসমাজ ও গোটা জীবজগতকে এক অস্তিত্বের সংকটের মুখে দাঁড়

—এরপর চারের পাতায়

—দুয়ের পাতার পর

বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার

বাস্তুতন্ত্রের অবনমনকে উৎসাহিত করে এরূপ যেকোনো কর্মসূচিতে অর্থ প্রদান বন্ধ করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে। বাড়ির

উঠোন, শহরের পার্ক, নদীর উপত্যকা, জাতীয় অরণ্য এবং আন্তর্জাতিক ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তুতন্ত্র, সমস্ত ক্ষেত্রেই মানুষকে সচেতন করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। জাতীয় সরকারকে কোভিড-১৯-এর সুস্থতার পরিকল্পনায় একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য বিনিয়োগ করতে হবে। আন্তর্জাতিক রিও এবং বন সমঝোতা-পত্র অনুযায়ী জাতীয় সরকারকে চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলিতে যথাযথ বিনিয়োগ করতে হবে। নগর উন্নয়নের পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যকর বাস্তুতন্ত্র ও সবুজে ভরা শহর গড়ে তুলতে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে। আর এই কাজে আমাদের সাফল্য পৃথিবীর ২৫০ কোটি হেক্টর অরণ্য, কৃষিজমি ও চারণভূমির বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার ঘটাতে সক্ষম হবে।

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয় প্রতি সোমবার

পত্রিকায় মাসের প্রথম সংখ্যা : বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক।
দ্বিতীয় সংখ্যা : শিক্ষা-পরীক্ষা বিষয়ক।
তৃতীয় সংখ্যা : অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক।
চতুর্থ সংখ্যা : সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক—অন্য সংস্কৃতি।
পঞ্চম সংখ্যা : বিবিধ বিষয়ক।

আপনি আমাদের পাঠাতে পারেন

- আপনার মূল্যবান মতামত
- সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর আপনার প্রতিক্রিয়া
- বিজ্ঞান-জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ
- অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ
- শিক্ষা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে লেখা
- ইতিহাস চর্চা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, কৃষি-শিল্প সমস্যা চাষাবাদ প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে মৌলিক রচনা
- গল্প-কবিতা-ছড়া, রম্যরচনা ও রেখাচিত্র

সব ধরনের লেখার জন্যই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

- লেখা যেন ৭০০ শব্দের মধ্যে হয়।
- কাগজের উপর ও পাশে যেন মার্জিন থাকে।
- জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রহণীয় নয়।
- কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোনও লেখা প্রকাশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

☐ আমাদের পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা
☐ বছরের যে-কোন সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

নতুন চিঠি

৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান-১

Visit our website : **www.natunchithi.co.in**
email : weeklynatunchithi@gmail.com

আমরা খবর বানাই না, জনমত গড়ি

প্রান্তজন—আত্মজন (৮)

রত্না রশীদ

আগের সংখ্যায় 'তেলঝুট' কথাটা গেছে। ডিক্সনারিতে নেই বোধহয়। অথচ তো কয়লার ইঞ্জিন। সেই ইঞ্জিন মোছার জন্য এক ধরনের মোটা তেল ও এক ধরনের পাকানো পাকানো সুতোর হাবিজাবি গোছা ব্যবহৃত হতো। হয়তো কোনো কারখানার বর্জ্য মাল ওগুলো। ইঞ্জিন মোছার পর ওগুলো তেলে জবজবে কালো হয়ে গেলে ফেলে দিতে হতো। ওই ফেলে দেওয়া তেলঝুট কর্মচারীরা বাড়ি নিয়ে আসতো উনুনের তলায় দিয়ে সহজে ঘুঁটে কয়লা জ্বালিয়ে ফেলার জন্য। আর জ্বালানো কাঁচা কয়লার পাহাড়। আধাজ্বালা করে হাল্কা করে রান্নার উনুনে জ্বালানী করতো। কাঁচা কয়লা ভীষণ ভারি—সাংঘাতিক ধোঁয়া। ওটাকে পুড়িয়ে পোড়া কয়লা তৈরি করে রান্নার জ্বালানী করা সম্ভব হতো। তাও কী ধোঁয়া! গোটা পৃথিবী ছেয়ে যেতো এই চুরি কালচারে। একটা দড়ি বেঁধে যখন ফেলে দেওয়া তেলঝুট নিয়ে আসতো গোটা রাস্তা টপটপ করে চুঁইয়ে পড়া কালো তেলে কলঙ্কিত হতো। বোধহীন ব্যক্তিটি বুঝতো কি বুঝতো না জানি না এই অসাধুতা তার উত্তর পুরুষের মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছে। ওই ছোটোবেলাতেই আমার মনে হতো—মাথা তুলে লোকটা বাড়িতে কথা বলবে কী করে।

তুচ্ছ মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে তিলকে তাল করছি? ভাবতেই পারেন ফেলে দেওয়া জিনিস কুড়িয়ে এনেছে তো কী হয়েছে? অনেক কিছু হয়েছে। তার সন্তান এবং অন্যান্যেরাও শিখলো অনধিকারের জিনিষ বাড়ি বয়ে আনা চলে। কর্মক্ষেত্র থেকে কর্মের বিনিময়ে পারিশ্রমিক ছাড়া কোনো কিছু নেওয়াই ম্যালপ্র্যাকটিশ। আকচার দেখতাম আশেপাশের লোকজন রেলের স্ট্যাম্প মারা পেন্সিল, কাগজ, পেন, ডাস্টার, কাপ-ডিস, লাল কম্বল ইত্যাদি অবলীলায় ব্যবহার করছে। কী শিখবে ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মার কাছে। বাবা চোর হলে মা-টাও চোরের সাপোর্টার হবে? আনুক তো দেখি আমার মায়ের কাছে! একদিন মেজোমামা মাকে দুটো কাপ এনে দিলেন ব্যবহারের জন্য, কারণ কাপ ছিলো না বলে আমরা বাটিতে করে, গেলাসে করে চা খাচ্ছিলাম। মায়ের হাতে দেওয়া মাত্র, যেই না মা দেখেছে রেল কোম্পানির ছাপ, দড়াম করে মামার মুখের সামনেই ছুঁড়ে ভাঙলো মা—'খবরদার মেজদা, তুই এসব জিনিস কক্ষনো বাড়ি আনবি না, আমার বাড়িতে এলে তোকে গেলাসেই চা খেতে হবে যতোদিন না কাপডিস কিনে আনতে পারছি।" বাপি বাড়ি ছিলো না, থাকলে আরো কেলেঙ্কারির চরম হতো। বাবা মায়ের মধ্যে প্রায়ই শোনা যেতো এই আলোচনা—ওরা একটু কষ্ট করে বড়ো হচ্ছে হোক, জীবনে কষ্ট সওয়াও একটা বড় শিক্ষা। সবকিছু আমার হতে হবে কেন। ছেলে-মেয়েদের বেড়ে ওঠার মধ্যে, বেঁচে থাকার মধ্যে যেন অসততার একটা ধুলোকণাও না ঢুকে পড়ে। এটা আমাদের তীক্ষ্ণ সচেতনতায় লক্ষ্য রাখতে হবে। আমার সন্তান সৎ ভালোমানুষ হোক। খুব দুঃখের সঙ্গে, লজ্জার সঙ্গে জানাচ্ছি রেল কলোনিতে সততার আবহাওয়া ছিলো না। ছোট ছিলাম তো, তাই কাগজ পেন্সিল ডাস্টার তেলঝুট কয়লা এসব চোখে দেখতে পেতাম, আরো বড়ো বড়ো চুরি চামারি চোখে দেখতে পাইনি—কিন্তু ভাসা ভাসা শব্দ কানে উড়ে আসতো। ওমুক দারুণ ঘুষখোর, তমুক টাকা নিয়ে গেটপার করিয়ে দেয়, ওমুকজন তো লাঠির ডগায় বাঁধা টাকা নিয়ে কয়লা ফেলতে ফেলতে যায়, তমুকরা জীবনে কয়লা কেনে না—ইত্যাদি ইত্যাদি। কেন এমন হয়! মাস শেষে বাঁধা মাইনে তো এরা সবাই পায়, তবু চুরির জন্য হাত ওঠে? মানসিকভাবে এরা চোর—এদের সন্তানেরা চুরিতে জন্মায়, চুরিতে বেড়ে ওঠে, পরে যে কে কী হবে তা সত্যি ভাবতে পারতাম না। মা বলতো, রেল কলোনীর ছেলেমেয়ের ঠিকঠাক মানুষ হয়ে ওঠা খুব দুষ্কর।

আমি সেই ৫০/৫৫ বছর আগের কথা বলছি। ছোট্ট একটা জায়গায় থাকতাম, খুবই ছোটো ছিলো ভাবনাচিন্তার পরিসর। এখন দেখছি সেই ছোটো ছোটো অসততার বীজগুলো বৃহদাকার ধারণ করে গোটা সমাজ-দেশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অসততার বৃক্ষে কীভাবে সততার ফল ফুল ফুটবে? ব্যক্তিমানুষের সততাই একটা দেশের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ।

(চলবে)

সিপিআই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

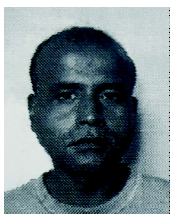

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ জুন : সিপিআই(এম)-এর কালনা ২ এরিয়া কমিটির অন্তর্গত সাতগাছি ১ নম্বর শাখার সিপিআই(এম) কর্মী তপন পারুই-এর (৫৫) জীবনাবসান হয়েছে। অতিরিক্ত সুগার জনিত রোগে ভোগার পর ১ জুন সন্ধ্যায় মেদগাছি গ্রামের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৩১ মে রাতে শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় রেড ভলেন্টিয়ার্স-এর কর্মীরা বাড়িতে গিয়ে অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে আসে। কিন্তু ১ জুন বিকালের দিকে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে কালনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তার আগেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। খবর পেয়ে কমল রায়, রমেশ সরকার, মোহন সরকার, নবারুণ চক্রবর্তী, পলাশ বিশ্বাস প্রমুখরা গিয়ে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। এদিন রাতেই স্থানীয় শ্মশানে শেষকৃত্য সমাধা হয়। তার পরিবারে স্ত্রী এবং এক ছেলে বর্তমান।

বোকা মানুষের কাজ

—তিনের পাতার পর

করিয়েছে। ভোগবাদ আজ এক বিধ্বংসী সংস্কৃতির অন্ধ আবেগে ডুবে আছে। এই আত্মঘাতী মনোবিকার জন্ম দিয়েছে শোষণের এক আশ্চর্য সমাজ ব্যবস্থা। আজও যে কোনোভাবে প্রকৃতিকে রক্ষা করার কথা যখন আমরা বলি, তখন আমাদের মুখপত্র যারা বিশ্বের দরবারে কথা বলেন, তারা ভোগবাদের বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুর শোষণের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুখ খোলেন না।

আজও যে সহজ সত্য যে-কোনো সাধারণ মানুষ বোঝে, তা বুঝতে অপারগ আমাদের তথাকথিত পণ্ডিত দেশ-পরিচালকেরা। এখনও পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের পরিচালকেরা মনে করেন, ভোগবাদের নিষ্ঠুর, স্বার্থপর বিস্তার দেশের উন্নতির সহায়ক পথ। এই পথ যে আত্মঘাতী তা তাঁরা কেন বোঝেন না তা বোঝা দুষ্কর। মনে হয়, আধিপত্যবাদ এমন এক মনোবিকার, যা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েও মনে করে, সব ঠিক হ্যায়। যে-কোনো ভাবে যে সব ঠিক হয় না তা যারা বোঝে না, তাদের হাতে বিশ্বের ভার ছেড়ে দেওয়া নেহাতই বোকামি। এই বোকামির হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোই আজ সাধারণ 'বোকা মানুষের' মূল কাজ বলে মনে হয় ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে।

—প্রথম পাতার পর

এবার তিল চাষে ক্ষতি

ফল এলেও তাতে কোন দানা নেই। কারণ ঝড়-বৃষ্টির দাপটে তা ঝরে গেছে। ফলে তিল চাষে এবার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কালনা মহকুমার সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ পার্থ ঘোষ বলেন, জমিতে জল জমা মানে তিলের শত্রু। তাই এ বছর যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে তাতে নিচু জমিগুলি জল জমে তিলের ক্ষতি করেছে। পাশাপাশি একটার পর একটা ঝড়ও ফসলের ক্ষতি করেছে। সর্বসাকুল্যে তিলচাষ এবছর কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। যার ফলে সরকার থেকে কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। একজন কৃষক সর্বোচ্চ আড়াই হাজার টাকা এবং নিম্ন এক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন। সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

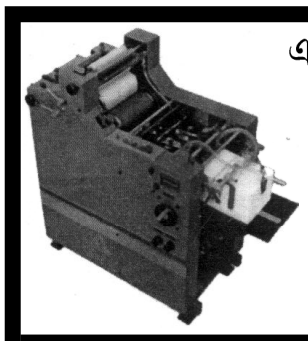

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা